১২ দাবিতে ইবি কর্মকর্তাদের সংবাদ সম্মেলন

ইবি প্রতিনিধি

৭ আগস্ট ২০২৩ ১০:৩৩ পিএম | আপডেট: ৭ আগস্ট ২০২৩ ১০:৩৩ পিএম

1
Shares

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) কর্মকর্তা সমিতির সংবাদ সম্মেলন

advertisement..

পোষ্য কোটায় ভর্তিতে শর্ত শিথিলসহ ১২ দফা দাবি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) কর্মকর্তা সমিতির ‘ন্যায্য অধিকার বাস্তবায়ন’ কমিটি। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে উপাচার্যের সভাকক্ষে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন ন্যায্য অধিকার বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি ও ‘ন্যায্য অধিকার বাস্তবায়ন’ কমিটির আহ্বায়ক এ টি এম এমদাদুল আলম। তিনি ছাড়াও বিবৃতিতে কর্মকর্তা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ওয়ালিদ হাসান মুকুটের স্বাক্ষর রয়েছে।

advertisement

কর্মকর্তাদের লিখিত দাবিগুলো হলো- বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির মাধ্যমে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পোষ্যদেরকে ভর্তি করতে হবে; চাকরি থেকে অবসরের বয়সসীমা ৬২ বছর না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ভিস কন্ডিশনের ৮(১) ধারা বাস্তবায়ন করতে হবে; আইসিটি সেলের উপ-রেজিস্ট্রার হাসিনা মমতাজের চাকরি থেকে অব্যাহতি প্রদানের গৃহীত অমানবিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে; টেকনিশিয়ান ইলিয়াস জোয়াদ্দারের সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে জরুরিভাবে চাকরিতে যোগদানের ব্যবস্থা করতে হবে; সিনিয়র ইমাম মনিরুজ্জামান এবং ইমাম বেলায়েত হোসেনের পদোন্নতি ও বাতিলকৃত উচ্চতর স্কেল প্রদান করতে হবে।

দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রকৌশলী বাদশা মামুনুর রশিদ ও নুর-এ আলমের পদোন্নতির সমস্যা সমাধান করতে হবে; বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুজনিত কারণে কর্মচারীদের পরিবারের যোগ্যতম ব্যক্তিকে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মৃত্যুর নব্বই দিনের মধ্যেই চাকরি প্রদানের বিষয়টি বাস্তবায়নের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; সিন্ডিকেটের অনুমোদিত কর্মচারীদের পদোন্নতি নীতিমালার বিশেষ টিকার আলোকে ১১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে শাখা কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করতে হবে।

তাদের দাবির মধ্যে আরও রয়েছে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির কারণে কর্মচারীদের অনর্জিত ইনক্রিমেন্ট প্রদান করতে হবে; পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরীক্ষার পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করতে হবে; অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গাড়ি চালকদেরকে সাত ধাপের সুবিধা বাস্তবায়ন করতে হবে ও সাধারণ কর্মচারীদের পদোন্নতি নীতিমালা অনুযায়ী বছরে চার বার পদোন্নতি বা আপগ্রেডিংয়ের মাধ্যমে পদোন্নতি প্রদান করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে এ টি এম এমদাদুল আলম বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পোষ্য কোটার সুবিধা ভোগ করে আসছে। কিন্তু বর্তমানে পোষ্যসহ অন্যান্য কোটাধারীদের এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই দাবিতে উপাচার্যের কাছে আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি। একইসঙ্গে কর্মবিরতি পালন করে আসছি। কিন্তু উপাচার্য বিষয়টি আমলে নিচ্ছেন না।’

তিনি বলেন, ‘এর আগেও অনেক দাবির প্রেক্ষিতে তিনি (উপাচার্য) শুধু পাল্টা যুক্তি তুলে ধরেছেন। আইনে থাকলেও সেগুলো বাস্তবায়ন করতে চান না। এতে আমরা উপাচার্যের কর্মকাণ্ডে আস্থাহীনতায় ভুগছি।’

প্রসঙ্গত, পোষ্য কোটায় ভর্তিতে শর্ত শিথিলসহ অন্যান্য দাবিসমূহ বাস্তবায়নের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ন্যায্য অধিকার বাস্তবায়ন কমিটি’ গত চারদিন ধরে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত কর্ম বিরতির মাধ্যমে আন্দোলন করে আসছে। দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন কমিটির নেতারা।